প্রভু বলে "সেই আমি ভাব যদি তাই।
সেই আমি যদি তোরা সেই পঞ্চ ভাই।।
এই পাঁচ ভাই তোরা দ্বাপর লীলায়।
শেষে ভবানন্দ পুত্র আমি নদীয়ায়।।
যুগে যুগে ভক্ত তোরা হইলি আমার।
এবে তোরা পঞ্চ পুত্র শঙ্কর বালার।।
আর কথা দিয়া কিবা আছে প্রয়োজন।
অন্নপাক করহ তণ্ডুল এক মণ।।
শাক তরকারী দিয়া করহ ব্যঞ্জন।
তাহাতে স্বচ্ছন্দে হইবে পরিবেশন।।"
আশ্চর্য্য মানিয়া সব প্রভু ভক্তগণ।
আনন্দে করিছে সবে নাম সংকীর্ত্তন।।
এক মণ তণ্ডুলের অন্নপাক হ'ল।
চারিশত ভক্ত তাহা ভোজন করিল।
এ হেন প্রভুর লীলা অতি চমৎকার।
হরিবল কহে দীন রায় সরকার।।

◆

ভক্ত স্বরূপ রায়ের বাটীতে প্রভুর গমন

পাইকডাঙ্গা নিবাসী শ্রীস্বরূপ রায়।
বড়ই সম্পত্তিশালী মান্য অতিশয়।।
দোল-দোল দুর্গোৎসব ব্রত-পূজা আদি।
বার মাসে বার ক্রিয়া করে নিরবধি।।
রাজসিক ভাবে সব করিতেন রায়।
নিযুক্ত ছিলেন সদা অতিথি সেবায়।।
বহুদিন পরে তার হ'ল বেয়ারাম।
ঔষধ সেবন করি না হ'ল আরাম।।
ঠাকুরের লীলাগুণ শুনে লোক ঠাঁই।
রায় বলে ঠাকুরের কাছে আমি যাই।।
'হরিচাঁদ!' বলিয়া চলিল কাঁদি কাঁদি।
উপনীত হইল শ্রীধাম ওড়াকান্দী।।
প্রভুর সম্মুখে গিয়া রহে দাঁড়াইয়া।
মহাপ্রভু বলে "তুমি এলে কি লাগিয়া।।
তুমি হও বড়লোক রাজ-তুল্য ব্যক্তি।
তোমাকে বসিতে দিতে নাহি মম শক্তি।।"
রায় বলে "বড় লোক আমি কিসে হই।
দয়া হ'লে শ্রীচরণে দাস হ'য়ে রই।।"
বসিতে চাহে না রায় বলেছে কাঁদিয়া।
ঠাকুরের পদ ধরি পড়ে লোটাইয়া।।
প্রভু বলে "গৌরব এখন গেছে ঘুচে।
শ্রেষ্ঠত্ব ঘুচাতে তোরে রোগে ধরিয়াছে।।
যাও যাও ওরে বাছা রোগ তোর নাই।
এইরূপ মন খাঁটি সর্ব্বক্ষণ চাই।।"
ঠাকুরে প্রণাম করি চলিল বাটীতে।
দেহ মন সমর্পিল শ্রীহরি-পদেতে।।
ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত সেই হ'তে হয়।
খেতে শুতে নিরবধি হরিগুণ গায়।।
সেই হ'তে ঘুচে গেল কর্ম্ম রাজসিক।
ভক্তির উদয় হ'ল বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক।।
পূজাদি বৈদিক ক্রিয়া সব ছেড়ে দেয়।
সব সমর্পণ করে ঠাকুরের পায়।।
কত দিনে মনে করে কবে হেন হ'ব।
প্রভুকে বাটীতে এনে সব সমর্পিব।।
একদিন গিয়া ঠাকুরের কাছে কয়।
"চল প্রভু একদিন দাসের আলয়।।"
ঠাকুর বলেন 'আমি যাইবারে পারি।
তব গৃহে আছেন বিধবা এক নারী।।
সেই ধনী আছে জানি তব এক অন্নে।
যাইবারে নারি আমি সে নারীর জন্যে।।
রূপবতী সেই নারী জানি ভাল মতে।
শ্বেতরোগ আছে সেই নারীর অঙ্গেতে।।
তব গৃহে আছে বটে তুমি দেখ নাই।
বস্ত্র দ্বারা গুপ্ত করে ঢেকে রাখে তাই।।